مسجد الضرار

মাসজিদে যিরার

হাবীবুল্লাহ মাহমুদ

بسم الله الرحمن الرحيم

মাসজিদে যিরার

(লিখিত বক্তব্য)

হাবীবুল্লাহ মাহমুদ

প্রকাশনায়ঃ আখীরুজ্জামান গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ

মাসজিদে যিরার (লিখিত বক্তব্য)

হাবীবুল্লাহ মাহমুদ

সংকলকঃ জিহাদুল ইসলাম

গ্রন্থসত্ত্বঃ আখীরুজ্জামান গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ।

কম্পিউটার কম্পোজঃ মুসাফির হাবিব

প্রকাশকালঃ ২৮শে জুলাই ২০২১ ঈসায়ী, ১৮ই জ্বিলহজ্জ ১৪৪২ হিজরি।

প্রকাশনায়ঃ আখীরুজ্জামান গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ

মুদ্রণঃ

হাদিয়াঃ ২০ (বিশ) টাকা মাত্র।

ওয়েবসাইটঃ https://www.gazwatulhind.com, https://dl.gazwatulhind.com/

ফেসবুকঃ https://www.facebook.com/mahmudgazwatulhind/

যোগাযোগঃ anonymoustigers@protonmail.com

MASJID E DHIRAR (FROM LECTURE) BY HABIBULLAH MAHMUD, EDITING JIHADUL ISLAM. PUBLISHED BY AKHIRUJJAMAN GOBESHONA KENDRA, BANGLADESH. COPYRIGHT: PUBLISHER. PUBLISHED: 28TH JULY, 2021 ISAYI, 18TH DHUL HIJJAH, 1442 HIJRI.

সংকলকের কথা

আলহামদুলিল্লাহি হামদান কাছীরন ইলা ইয়াউমিদ্দীন আম্মা বা’দ,
পরম করুণাময় আল্লাহর নামে শুরু করতেছি যিনি আমাদের ও সব সৃষ্টিকুলের প্রতিপালক, যিনি ন্যায় বিচারক ও বিচার দিনের মালিক যার সিদ্ধান্তে কোন ভুল নেই এবং তার ওয়াদা সত্য আর তা অতি শীঘ্রই বাস্তবায়িত হবে। লক্ষ কোটি সালাম ও দুরূদ ইমামুল মুরসালীন, খতামুন নাবী’য়ীন হযরত মুহাম্মাদ (ছল্লাল্লহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর প্রতি এবং তার পরিবারগণের প্রতি, সাহাবাদের প্রতি, শুহাদাগণের প্রতি ও সত্যের সৈনিকদের প্রতি।
এটাই শেষ জামানা, যেখানে সত্যকে মিথ্যায় আর মিথ্যাকে সত্যে রুপান্তর করা হচ্ছে। মানুষ ডুবে আছে পাপাচারে, অন্ধবিশ্বাসে আর এটাই সেই সময় যখন আল্লাহ আমাদেরকে আযাবের দ্বারা ধ্বংস করে দিবেন। এটা চূড়ান্ত কেয়ামত না হলেও বড় একটি জাতি কেয়ামত হবে। যার ফলে পৃথিবীর তিন ভাগের দুই ভাগ মানুষই মারা যাবে যা হাদীছে উল্লেখ এসেছে এবং তা এসেছে ইমাম মাহদীর আগমনের আলামত হিসেবে। আল্লাহ তা’য়ালা কুরআনে বলেন-
এমন কোন জনপদ নেই, যাকে আমি কিয়ামত দিবসের পূর্বে ধ্বংস করব না অথবা যাকে কঠোর শাস্তি দেব না। এটা তো গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে।

- সূরা বানী-ইসরাঈল (الإسرا), আয়াত: ৫৮

কিন্তু এই ধ্বংস আগের সেই বানী ইসরাঈল জাতি, সামুদ জাতি, ‘আদ জাতি আর লুত (আঃ) নাবীর জাতির মত না। আমাদের শেষ নাবী ﷺ এসেছেন আমাদের জন্য রহমত হিসেবে, তাই আমাদেরকে সমূলে ধ্বংস করবেন না এবং আকাশ থেকেও আযাব দিবেন না। এই আযাব হবে আমাদের দুই হাতের কামাই এর ফলেই। এই আযাব দিবেন আমাদের উপর শত্রু চাপিয়ে দিয়ে।

আবু মুসা রা: থেকে বর্নিত, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ‘‘এই উম্মত হলো রহমত পাওয়া উম্মত। আখেরাতে তাদের উপর কোন আযাব নেই। দুনিয়ায় তাদের আযাব হল ফিতনা, ভূমিকম্প ও কতল’’।

- (আবু দাউদ, হাঃ ৪২৬৫, আলবানীর মতে ছহীহ)

হাদীছের বর্ণিত সেই ফিতনার যুগ এটাই। আর কিসের অপেক্ষা আযাব আসার? উম্মত বুঝতে বুঝতে অনেক দেরি হয়ে যাবে এবং বেশির ভাগই সতর্ককারীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে। সর্বশেষ ইসলামী খিলাফত ব্যবস্থা ১৯২৪ সালে ধ্বংস হয়ে যায়। আর হাদীছে রয়েছে ইসলামের বড় কোন ক্ষতি হওয়ার ১০০ বছরের মাথায় তথা প্রতি শতাব্দীতে আল্লাহ একজন মুজাদ্দিদ বা দ্বীন সংস্কারক মনোনীত করে পাঠান। আর সেই সময়টি এখন একদমই নিকটে (২০২১-২০২৪) যখন সেই মুজাদ্দিদ এর আগমন ঘটবে, যিনি ইসলামকে পুনরায় সংস্কার করবেন ও সেই আগের মূল ইসলামে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন। তিনি এসেই চূড়ান্ত সতর্কবার্তা জানাবেন। আর আল্লাহ প্রত্যেক জাতিকে আযাব দেওয়ার আগে সেখানে সতর্ককারী পাঠায়। এটাই আল্লাহর নিয়ম। আগামীতে ধেয়ে আসা এই আযাব থেকে বাচতে হলে শিরক, পাপাচার, অন্ধবিশ্বাস, পীরপূজা ত্যাগ করে পরিপূর্ণ দ্বীন মানতে হবে এবং দ্রুতই সেই সতর্ককারী মুজাদ্দিদকে খুজে বের করতে হবে। যিনি এই উম্মাহর রাহবার হয়ে আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করবেন ও এই জাতি-কেয়ামত থেকে বাঁচার দিক-নির্দেশনা দিবেন যাতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা আমাদেরকে এই আযাব থেকে মুক্তি দেন। এই মুক্তি যেন হয় দ্বীন ইসলামকে সাহায্য করার মাধ্যমে কারণ আল্লাহ তা’আলা বলেছেন, “যে তার দ্বীনের সাহায্য করবে আল্লাহ তার সাহায্য করবেন!” সুবহানআল্লাহ! (আল্লাহ আমাদের সবাইকে এই কথাগুলো বুঝার তৌফিক দান করুন। আমীন।)

“মাসজিদে যিরার (লিখিত বক্তব্য)” – শিরোনামে হাবীবুল্লাহ মাহমুদ এর সংকলিত বইটি মূলত তাঁর একটি বক্তব্য যা পাঠকবৃন্দের জন্য লিখিত আকারে প্রকাশ করা খুবই প্রয়োজন। বর্তমান জামানায় যেখানে আমরা হাজারো ফিতনায় বিভোর ঠিক সেই সময়ে আমীর ও মুজাদ্দিদ ইমাম মাহমুদ হাবীবুল্লাহ যিনি হাবীবুল্লাহ মাহমুদ নামে পরিচিত তাঁর প্রতিটি কথা, বক্তব্য বা খুৎবা আমাদের জন্য পথপ্রদর্শক এবং হিদায়াতের বাণী। দ্বীনের এই বৈরী অবস্থায় আমরা যেখানে সঠিক বেঠিক নির্ণয় করতে প্রায় অক্ষম তখন এই সকল বিষয় সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান রাখা অত্যাবশ্যক। তন্মদ্ধে মাসজিদে যিরার বিষয়ে আলোচনাটি একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা।

- জিহাদুল ইসলাম

http://t.me/anmdak

লেখক পরিচিতি

নামঃ মাহমুদ, ডাকনাম- জুয়েল মাহমুদ, তার স্বজনদের অনেকে তাকে সোহেল নামেও ডাকে এবং তিনি এদেশে "হাবীবুল্লাহ মাহমুদ" নামেই পরিচিত।

পিতাঃ আব্দুল কাদের বীন আবুল হোসেন, এবং

জননীঃ সাহারা বিনতে রিয়াজ উদ্দিন।

তার পিতা-মাতার দিক থেকে কয়েক জন উর্ধ্বতন পুরুষের নামঃ

পিতার দিক হতেঃ আব্দুল কাদের বীন আবুল হোসেন বীন আব্দুল গফুর বীন খবীর বীন আব্দুল বাকী বীন নজির বীন মোল্লা আব্দুছ ছাত্তার মুরশিদাবাদী।

মাতার দিক হতেঃ সাহারা বীনতে রিয়াজ উদ্দিন বীন ইব্রাহীম বীন কাসের মোল্লা ওরফে কালু মোল্লা বীন বাহলুল বীন নূরউদ্দিন হেরা পাঠান, যিনি পাকিস্থানের বেলুসকিস্তানের অধিবাসী ছিলেন।

জন্মঃ তিনি ১৪১৬ হিজরীর জুমাদিউল আওয়াল মাসের ৬ তারিখ সকালে নাটোরের বাগাতিপাড়া উপজেলার পাকা ইউনিয়নের অর্ন্তগত উত্তর গাঁওপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

শিক্ষা জীবনঃ তিনি স্থানীয় সালিমপুর মালিগাছা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত লেখা পড়া করেন। অতঃপর তার নানার সহযোগীতায় স্থানীয় গাঁওপাড়া হাফেজিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন এবং সেখান থেকে কুরআনের নাজরানা শেষ করে কিছু অংশ মুখস্তও করেন তিনি। অতঃপর বড় বাঘা মাদরাসায় ভর্তি হয়ে সেখান থেকে তিনি ইসলামের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন।

ভূমিকা

ইন্নাল হামদা লিল্লাহি নাহমাদুহু ওয়া নাসতা ই'নুহু ওয়া নাছতাগ ফিরুহু ওয়া নাউ'যুবিল্লাহি মিং শুরুরি আংফুছানা ওয়ামিং ছাইইয়া আ'তি আ'মা লি-না মাই ইয়াহ দিহিল্লাহু ফালা- মুদিল্লালাহু ওয়ামাই ইউদ লিল ফালা-হা-দি ইয়ালাহু, ওয়া আশ হাদু আন, লা ইলাহা ইল্লালাহু ওয়াহদাহু লা-শারী কালাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রছূলুহ। নিশ্চয়ই যাবতীয় প্রসংসা একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালার জন্য। আমরা তার প্রশংসা করি। আমরা তার নিকট সাহায্য চাই, আমরা তাঁর নিকট ক্ষমা চাই। আমরা আল্লাহর নিকট আমাদের আত্মার অনিষ্ট হতে ও আমাদের কর্মের মন্দ হতে আশ্রয় চাই। আল্লাহ যাকে সঠিক পথ দেখান, তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারেনা। আর যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন, তাকে কেউ সঠিক পথ দেখাতে পারে না। আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন মা'বুদ নেই। তিনি এক তাঁর কোন শরিক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই মুহাম্মদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রসূল। অতঃপর আমি ছালাম জানাই তাদেরকে যারা হযরত আবু বকর (রা:) জামে মাসজিদের আজকের এই জুম'আর খুৎবায় উপস্থিত আছেন, আর তাদেরকেও ছালাম জানাই যারা অসুস্থতা অথবা অন্যান্য কারণে আজকের এই খুতবায় উপস্থিত হতে পারেন নি। অর্থাৎ বিভিন্ন মাধ্যমে আলোচনা শুনছেন- আছছালামু আলাইকুম ওয়ারহমাতুল্লাহি ওয়াবারকাতুহ।

অতঃপর আমি আমার অন্তর থেকে দু'আ করি, সেই খতিব সাহেব এর জন্য যিনি আমার এই লিখিত খুৎবা আপনাদের নিকট পড়ে শুনাচ্ছেন। এবং আপনাদের জন্যও দু'আ করি, যিনারা ধৈয্য সহকারে আলোচনা শুনছেন।

অতঃপর দু'আ করি শামীম বীন মুখলেছুর রহমান সহ তার সাথে থাকা সাথী ভাইদের জন্য। যেন মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাদেরকে আমাদের মাঝে ফিরিয়ে দেন এবং হেফাজত করেন। ‘‘আমিন’’

মাসজিদে যিরার

লিখিত বক্তব্য / ১৬-০৭-২০২১ইং

আলোচক: হাবীবুল্লাহ মাহমুদ

বর্তমানে মাসজিদে যিরার সম্পর্কে অনেক ভাবেই অনেক আলোচনা শোনা যায়- অথচ সেই সকল আলোচকদের থেকে মাসজিদের যিরার সঠিক কোন লক্ষণ বা চিহ্ন সম্পর্কে অবগত হওয়া যায় না। ফলে সেই সকল আলোচকদের আলোচনা শুনে অনেক জন সাধারণ বিভ্রান্তির মধ্যে পড়েছে, শুধু তাই নয় বরং সেই সকল জন সাধারণও যে কোন মাসজিদকেই মাসজিদে যিরার নামে অপবাদ দিচ্ছে।
কাজেই আজকে মাসজিদে যিরার প্রসঙ্গে আলোচনা করাকেই যুক্তিসঙ্গত মনে করেছি। যেন জন-সাধারণ বিভিন্ন আলোচকদের মুখে "মাসজিদে যিরার" সম্পর্কে দলিল বিহীন আলোচনা শুনে বিপথগামী না হয়।

অতএব, আমাদের সর্বপ্রথম জানা প্রয়োজন মাসজিদে যিরার এর লক্ষণ বা চিহ্ন সম্পর্কে মহান আল্লাহ তা'য়ালা কি বলেছেন? কেন না ইসলাম সর্ম্পকিত সকল কিছুর লক্ষণ বা চিহ্নই মহান আল্লাহ তা'য়ালা কোন না কোন ভাবে আমাদের জন্য উল্লেখ করেছেন, যেন, মু'মিনগণ সেই চিহ্নগুলো দেখে ভালো-মন্দ চিহ্নিত করতে পারে। যেমন কুরআন মাজিদে মহান আল্লাহ তা'য়ালা ইমানদারদের চিহ্ন সম্পর্কে বলেন,

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣﴾ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿٤﴾ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٥﴾

যাহারা অদৃশ্যে ঈমান আনে, ছলাত কায়েম করে ও তাদেরকে যে রিযিক দান করিয়াছি তাহা হইতে ব্যয় করে। এবং তোমার প্রতি যাহা নাযিল হইয়াছে ও তোমার পূর্বে যাহা নাযিল হইয়াছে তাহাতে যাহারা ঈমান আনে ও আখিরাতে যাহারা নিশ্চিত বিশ্বাসী, তাহারাই তাহাদের প্রতিপালকের নির্দেশিত পথে রহিয়াছে এবং তাহারাই সফলকাম। (সূরা বাকারাহ, আ: ৩-৫)

মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ٥ ...

পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফিরানোতে কোন পূর্ণ নাই, কিন্তু পূর্ণ আছে কেহ আল্লাহ, পরকাল, ফেরেস্তাগণ, সমস্ত কিতাব এবং নাবীগণে ঈমান আনয়ন করিলে। (সূরা বাকারাহ, আ: ১৭৭)

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا أَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَارِزًا يَوْمًا لِلنَّاسِ، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ مَا الإِيمَانُ قَالَ " الإِيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَبِلِقَائِهِ وَرُسُلِهِ، وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ "...

হযরত আবু হুরায়রা (রা:) বলেন, একদা আল্লাহর রসূল ﷺ জনসম্মুখে উপবিষ্ট ছিলেন, এমন সময় তাঁর নিকট জনৈক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞেস করলেন, ঈমান কী? তিনি বললেন, ঈমান হল, আপনি বিশ্বাস রাখবেন আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফিরিস্তাগণের প্রতি, তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত অর্থাৎ কিয়ামাত দিবসের প্রতি এবং তাঁর রসূলগণের প্রতি। আপনি আরো বিশ্বাস রাখবেন পুনরুত্থানের প্রতি। (ছহীহ বুখারী, ১ম খণ্ড, হা: ৫০)

উক্ত আয়াতদ্বয় ও হাদীছটিতে ইসলাম ঈমানদারদের চিহ্ন উল্লেখ করেছে। উপরোক্ত চিহ্নগুলো দেখে ঈমানদারদের চিহ্নিত করতে হবে। অনুরূপভাবে মহান আল্লাহ তা'য়ালা কুরআন মাজিদে মুনাফিকদের চিহ্ন সম্পর্কেও উল্লেখ করেছেন। মহান আল্লাহ তা'য়ালা মুনাফিকদের চিহ্ন সম্পর্কে বলেন,

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ﴿٨﴾ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٩﴾ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴿١٠﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴿١١﴾ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ ﴿١٢﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ ۗ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ

السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ ﴿١٣﴾ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ ﴿١٤﴾

আর মানুষের মধ্যে এমন লোক ও রহিয়াছে যাহারা বলে, আমরা আল্লাহ ও আখিরাতে ঈমান আনিয়াছি, কিন্তু তাহারা মু'মিন নয়। আল্লাহ ও মু'মিনগণ কে তাহারা প্রতারিত করিতে চাহে। অথচ তাহারা যে নিজেদেরকে ছাড়া ভিন্ন কাহাকেও প্রতারিত করে না। ইহা তাহারা বুঝিতে পারে না। তাহাদের অন্তরে ব্যধি রহিয়াছে। অতঃপর আল্লাহ তাহাদের ব্যাধি বৃদ্ধি করিয়াছেন। ও তাহাদের জন্য রহিয়াছে কষ্টদায়ক শাস্তি, কারণ তাহারা মিথ্যাবাদী, তাহাদেরকে যখন বলা হয় পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করিওনা; তাহারা বলে, আমরাই তো শান্তি স্থাপনকারী। সাবধান ইহারাই অশান্তি সৃষ্টিকারী, কিন্তু ইহারা বুঝিতে পারে না। যখন তাহাদেরকে বলা হয়, যে সকল লোক ঈমান আনিয়াছে তোমরাও তাহাদের মত ঈমান আনয়ন কর; তাহারা বলে, নির্বোধগণ যেরূপ ঈমান আনিয়াছে, আমরাও কি সেরূপ ঈমান আনিব? সাবধান! ইহারাই নির্বোধ, কিন্তু ইহারা জানে না। যখন তাহারা মু'মিনগণের সংস্পর্শে আসে তখন বলে, আমরা ঈমান আনিয়াছি। আর যখন তাহারা নিভৃতে তাহাদের শয়তানদের সঙ্গে মিলিত হয় তখন বলে, আমরা তো তোমাদের সাথেই রহিয়াছি। আমরা শুধু তাহাদের সাথে ঠাট্টা তামাশা করিয়া থাকি। (সূরা বাকারাহ, আ: ৮-১৪)

حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ"

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা:) বলেন, রসূল ﷺ বলেছেন, ৪টি স্বভাব যার মধ্যে আছে সে হচ্ছে খাঁটি মুনাফিক। যার মধ্যে এর কোন একটি স্বভাব থাকবে, তা পরিত্যাগ না করা পর্যন্ত তার মধ্যে মুনাফিকের একটি স্বভাব থেকে যায়। ১। আমানত রাখা হলে খিয়ানত করে। ২। কথা বললে মিথ্যা বলে। ৩। অঙ্গীকার করলে ভঙ্গ করে, এবং ৪। ঝগড়ায় লিপ্ত হলে অশ্লীল ভাবে গালা-গালি দেয়। (ছহীহ বুখারী, ১ম খণ্ড, হা: ৩৪)

অতএব মহান আল্লাহ তা'য়ালার দেখানো লক্ষণ বা চিহ্ন দেখেই মুনাফিকদেরকে চিহ্নিত করতে হবে। একই ভাবে ''মাসজিদে যিরার'' কেও আল্লাহর দেখানো লক্ষণ বা চিহ্ন দেখে চিহ্নিত করতে হবে। দলিলহীন আলোচকদের মনগড়া আলোচনা শুনে বিপথগামী হওয়া যাবে না। তাই আসুন! কুরআন মাজিদে দেখি মহান আল্লাহ তা'য়ালা মাসজিদে যিরার এর চিহ্নগুলো কি বলেছেন।

মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ ۚ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ ۖ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿١٠٧﴾

যাহারা মাসজিদ নির্মাণ করিয়াছে ক্ষতি সাধন, কুফরী ও মু'মিনদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এবং ইতি পূর্বে আল্লাহ ও তাঁহার রসূলের বিরুদ্ধে যে ব্যক্তি সংগ্রাম করিয়াছে তাহার গোপন ঘাটি স্বরূপ ব্যবহারের উদ্দেশ্যে, তাহারা অবশ্যই শপথ করিবে, আমরা সদুদ্দেশ্যেই উহা করিয়াছি, আল্লাহ সাক্ষী, তাহারা তো মিথ্যাবাদী। (সূরা তাওবাহ, আ: ১০৭)

উক্ত আয়াতে মহান আল্লাহ তা'য়ালা ''মাসজিদে যিরার'' এর ৪টি চিহ্ন উল্লেখ করেছে। ১। ক্ষতিসাধন। ২। কুফুরীর জন্য। ৩। মু'মিনদের মাঝে বিভক্তি সৃষ্টির জন। ৪। এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের দুশমনদের ঘাঁটি তৈরির জন্য। যেই মাসজিদ তৈরি করা হয়। সেই মাসজিদগুলো মাসজিদে যিরার।

অতএব ''মাসজিদে যিরার'' এর ৪টি চিহ্ন মহান আল্লাহ তা'য়ালা উল্লেখ করেছেন এই ৪টি চিহ্নের মধ্যে যেই মাসজিদগুলো পড়বে। সেই মাসজিদ গুলোই ''মাসজিদে যিরার'' এর মত। কাজেই এই ৪টি চিহ্ন স্পষ্ট হবার পর মাসজিদ তৈরি কারকরা যতই আল্লাহর নামে কসম করে বলেন না কেন, এটা ''মাসজিদে যিরার'' এর মত নয়। তা বিশ্বাস করা যাবে না। কেন না, মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলে দিয়েছেন। তাহারা অবশ্যই শপথ করিবে, আমরা সদুদ্দেশ্যেই উহা করিয়াছি। আল্লাহ সাক্ষী তাহারা তো মিথ্যাবাদী। (সূরা তাওবাহ, আ: ১০৭)

অতএব আসুন, ''মাসজিদে যিরার'' ৪টি লক্ষণ বা চিহ্ন সম্পর্কে বিস্তারিত ভাবে জেনে ''মাসজিদে যিরার'' এর মত মাসজিদগুলো চিহ্নিত করি।

১. ক্ষতি সাধন

এখানে প্রথম চিহ্ন উল্লেখিত হয়েছে, যদি কেহ ইসলামের ক্ষতিসাধনের উদ্দেশ্যে কোন মাসজিদ নির্মাণ করে, তবে সেই মাসজিদ মাসজিদে যিরার এর মত। যেমন-

ক। পূর্ব থেকে যদি উপলব্ধি করা যায় যে, কেহ মাসজিদ নির্মাণ করেছে এ উদ্দেশ্যে যে, যখন কোন বড় জামায়াত মাসজিদে ছলাত আদায়ে দাড়াবে, তখন পিছন থেকে মাসজিদের দরজা আটকিয়ে দিয়ে তাতে আগুন জ্বালিয়ে কিংবা ব্রাশ ফায়ার করে, সেই মুসল্লিদের হত্যা করবে। এরুপ আশঙ্কা জনিত নতুন মাসজিদগুলো মাসজিদে যিরার এর মত।

খ। যদি কেহ মাসজিদ নির্মাণ করে এবং সেই মাসজিদে, যখন মুসল্লিরা ছলাত রত অবস্থায় থাকে, তখন সে সেচ্ছায় মুসল্লিদের যান-বাহন এর ক্ষতি করে কিংবা মাসজিদে মুসল্লিদের আসার পথে বড় বড় গর্ত করে রাখে। এই কাজগুলো কুরআন মাজিদের সেই আয়াতের অর্ন্তভুক্ত যেখানে মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا ۚ

যে কেহ আল্লাহর মাসজিদ সমূহে তাঁহার নাম স্বরণে করিতে বাঁধা প্রদান করে। এবং উহাদের বিনাশ সাধনে প্রয়াসী হয় তাহার অপেক্ষা বড় জালিম কে হইতে পারে? (সূরা বাকারাহ, আ: ১১৪)

উক্ত আয়াতের আলোচনায় হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শাফী (রহি:) বলেন, বিশ্বের সকল মাসজিদ একই পর্যায়ভুক্ত। বায়তুল মুকাদ্দিস, মাসজিদে হারাম, ও মাসজিদে নববীর অবমাননা যেমনি বড় যুলুম, তেমনি অন্যান্য মাসজিদের বেলায়ও তা সমভাবে প্রযোজ্য। তিনি আরো বলেন, মাসজিদে যিকর ও নামাজে বাধা দেয়ার যত পন্থা হতে পারে সে সবগুলোই হারাম। তার মধ্যে একটি প্রকাশ্য পন্থা এই যে, মাসজিদে গমন করতে অথবা সেখানে নামাজ ও তেলাওয়াত করতে পরিষ্কার ভাষায় নিষেধাজ্ঞা প্রদান। (তাফসিরে মা'রিফুল কুরআন- বাংলা অনুবাদ, পৃ: ৫৬-৫৭)

গ। যদি কেহ নিজ ক্ষমতাবলে এমন একটি রাস্তার উপর মাসজিদ নির্মাণ করে, যেই পথ দিয়ে সকল প্রকার মানুষ চলাচল করে এছাড়া ভিন্ন কোন ভালো পথ নেই। যেই পথ দিয়ে মানুষ চলাচল করতে পারবে। এই মাসজিদটি মাসজিদে যিরার এর মত। কেন না, এই মাসজিদে নির্মানে মানুষের চলাচলের পথ বন্ধের উদ্দেশ্য রয়েছে যা ইসলামে ক্ষতিকারক।

ঘ। যদি কোন রাষ্ট্রের শাসক এমন হয় যে, সে তার রাষ্ট্রের সেই সকল লোকদেরকে খুন, গুম, গ্রেফতার করছে- যারা সেই রাষ্ট্রে, রাষ্ট্রীয় ভাবে কুরআন এর আইন চাচ্ছে। কেননা সেই রাষ্ট্রে কুরআনের আইন প্রতিষ্ঠিত নেই। অতঃপর সেই রাষ্ট্রের শাসক যদি মাসজিদ নির্মাণ করে এবং সন্ত্রাসবাদের নামে উল্লেখিত লোকদেরকে খুন, গুম, গ্রেফতার করে। আর সেই মাসজিদে শাসকের নিজের তৈরিকৃত আলেম দিয়ে সন্ত্রাস দমনের নামে ঐ সকল ব্যক্তিদের কে চিহ্নিত করা ও হেনস্তা করার আলোচনা ও প্রশিক্ষণ শিখানোর কথা বলা হয় তবে সেই মাসজিদটা, মাসজিদে যিরার এর মত।

ঙ। যদি কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী, তাদের স্থানীয় মাসজিদে কোন বির্তকের কারণে অর্থ ক্ষমতা ও জনশক্তির দাপটে তার পাশেই আরেকটি মাসজিদ নির্মাণ করে, তবে সেই মাসজিদ মাসজিদে যিরার এর মত।

চ। যদি কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী, তাদের স্থানীয় মাসজিদ থাকা সত্ত্বেও আরেকটি মাসজিদ নির্মাণ করে কিংবা নির্মাণাধীন অবস্থায় রেখে মানুষের নিকট অর্থ সাহায্য চায়। আর দিনের পর দিন চলে যায় অথচ মাসজিদ পূর্ণ নির্মাণ হয় না। তবে সেই মাসজিদটি হলো লোক দেখানো মাসজিদ এবং ভিক্ষাবৃত্তি মাসজিদ। এমন মাসজিদ, মাসজিদের যিরার এর মত।
এই মাসজিদ দ্বারা ইসলামের ক্ষতি হয় এবং ইসলামকে মানুষের নিকট খুবই ছোট ভাবে উপস্থাপন করা হয়। যা ইসলাম ও মাসজিদের অবমাননা করার শামিল। কারণ, একজন ব্যক্তির ক্ষেত্রেই তখন ইসলাম ভিক্ষাবৃত্তি অপছন্দ করে। সেখানে ইসলামের নামে একটি গোষ্ঠীর ভিক্ষাবৃত্তি কিভাবে গ্রহণযোগ্য?

হযরত কাবীসাহ (রা:) বলেন, আমি এক ঋণের জামিন ছিলাম। আল্লাহর রসূল ﷺ কে এ সমন্ধে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, যাকাত না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর।

তা হতে তোমার জন্য কিছু দিয়ে দেব। অতঃপর তিনি বলেন হে কাবীসাহ! তিনজন লোক ব্যতিত অন্যের জন্য ভিক্ষা হালাল নয়। ১। যে ব্যক্তি ঋনের জন্য জামিন হয়েছে, তা শোধ না হওয়া পর্যন্ত তার পক্ষে ভিক্ষা করা হালাল এবং তারপর (ঋণ পরিশোধ হলে) ভিক্ষা বন্ধ কর। ২। যে ব্যক্তি দূর্ঘটনাবশত সম্পত্তি হারিয়ে ফেলে তার জীবিকা নির্বাহের জন্য ভিক্ষা করা হালাল। ৩। যে ব্যক্তি এমনই ক্ষুধার্ত যে, তার সম্প্রদায়ের তিন ব্যক্তি বলে যে, সে যথার্থই ক্ষুদার্থ। যে পর্যন্ত তার জীবিকার সংস্থান না হয়, সে পর্যন্ত তার ভিক্ষা করা হালাল, হে কাবীসাহ! ইহা ব্যতিত ভিক্ষা করা হারাম। এরুপ ভিক্ষুক হারাম ভক্ষণ করে। (মুসলিম, হাদিস নং- ২২৯৪)
উক্ত হাদীছ দ্বারা এটাই প্রতিয়মান হয় যে, এ সকল মাসজিদের জন্য ভিক্ষাকৃত অর্থ হারাম, কেননা অত্র হাদীছে উক্ত কাজের জন্য ভিক্ষা করা ইসলামে কোন বৈধতা নেই।

ছ। এমন মাসজিদও উপরোক্ত মাসজিদের ন্যায় অর্থাৎ মাসজিদে যিরার এর মত যেই মাসজিদে ছলাত আদায়ের মত পরিবেশ হয়েছে অর্থাৎ নির্মাণ হয়েছে। মাসজিদে ছলাত আদায়ের সুন্দর ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও পথে, ঘাটে কিংবা অত্র মাসজিদের সামনে রাস্তার পাশে বসে সারা দিন মাইকে মানুষের নিকট ভিক্ষা চায়।

জ। যদি কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী অন্য গোত্র বা মাসজিদের মুসল্লিদের সাথে দ্বন্দ্ব করে আরেকটি মাসজিদ নির্মাণ করে এবং পূর্বের মাসজিদের সাথে প্রতিযোগীতা করে যে, ঐ মাসজিদের চেয়ে বড় বা সুন্দর মাসজিদ করবে। যদিও তারা পর্যাপ্ত অর্থ সম্পদশালী নয়। ফলে মহল্লার সকলের উপরেই চাঁদা নির্ধারণ করে দেয় এবং একের পর এক বিভিন্ন পরিমাণে চাঁদা উঠাতে থাকে। ঐ মাসজিদটিও মাসজিদে যিরার এর মত। কয়েকটি কারণেঃ-

কারণ-১: অন্য মাসজিদের মুসল্লিদের সাথে দ্বন্দ্ব করে এই মাসজিদ তৈরি। যা প্রথম দিন থেকেই আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য না। এমন মাসজিদের ব্যাপারে মহান আল্লাহ তা’য়ালা বলেন,

أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَم مَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١٠٩﴾

যে ব্যক্তি তার গৃহের ভিত্তি আল্লাহ ভীতি এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির উপর স্থাপন করে সে উত্তম না ঐ ব্যক্তি যে তাহার গৃহের ভিত্তি স্থাপন করে এক খাদের ধ্বংসের কিনারায়, ফলে যাহা উহাকে সহ জাহান্নামের অগ্নিতে পতিত হয়? (সূরা তাওবাহ, আ: ১০৯)

কারণ-২: হিংসামুলক প্রতিযোগীতায় জড়িয়ে পড়া। ঐ মাসজিদের চেয়ে বড় বা সুন্দর মাসজিদ করবে। এমন হিংসা-বিদ্বেষ সম্পর্কে হযরত আবু হুরাইরাহ (রা:) বলেন, আমি শুনেছি আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, তোমরা হিংসা ত্যাগ কর, কেননা আগুন যেমন জ্বালানী কাঠকে ধ্বংস করে, তেমনি হিংসা সৎগুনাবলীকে ধ্বংস করে। (আবু দাউদ, হাদিস নং- ৪৯০৩)

কারণ-৩: ঐ মহল্লার ধনী-গরিব সকলের নিকট থেকেই বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন পরিমানে চাঁদা উঠানো হয় এবং সেই টাকা শুধু মাসজিদ এর সৌন্দর্য করতেই শেষ করে, ফলে সেই মহল্লার ধনীরা তাদের প্রতিবেশি দরিদ্র অসহায় মানুষদের প্রতি সহযোগীতার হাত তো বাড়াতেই পারে না; বরং সে সকল দরিদ্র অসহায়দের থেকেও চাঁদা আদায় করে। যা অবশ্যই ইসলামে মন্দ কাজ এবং মাসজিদকে প্রাসাদ বানানোর জন্য কিংবা মানুষ দেখানো একটি মাসজিদ তৈরির জন্য দরিদ্র অসহায় মহল্লাবাসীদের প্রতি ধনীদের নজর থাকে না। ফলে দরিদ্র অসহায় প্রতিবেশিরা তখন অভাব, অনটনে ও ঋণের বোঝা মাথায় নিয়ে সুদের মধ্যে জড়িয়ে পড়ে এবং আরো কঠিন মসিবতের মধ্যে পড়ে অতি কষ্টেই দিন পার করে। সুতরাং, এই সকল মাসজিদ তৈরি করা ইসলামের জন্য ক্ষতিকারক। যা মাসজিদে যিরার এর মত।

২. কুফুরীর জন্য

উপরে উল্লেখিত “মাসজিদে যিরার” এর ১ নং চিহ্ন এর চিহ্নিতকরণের পর ২ নং চিহ্ন এর আলোচনা-

ক। কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী যদি মাসজিদ নির্মাণ করে কোন কুফরী মতবাদকে বাস্তবায়নের জন্য, তবে সেই মাসজিদটিও মাসজিদে যিরার এর মত। এখন অনেকেই আবার একথাও বলতে পারেন। কুফরী করার জন্যই আবার মাসজিদ কিভাবে নির্মাণ করে? যারা কাফের তারা তো কাফেরই, তাদের আবার মাসজিদ নির্মাণ করে কুফুরী করার কি প্রয়োজন?

উত্তরঃ হ্যাঁ, কুফুরী করার জন্যও অনেকেই মাসজিদ নির্মাণ করতে পারে। তবে কেউ বুঝে করে আবার কেউ না বুঝে করে। আবার কেউ সত্যের শত নির্দশন দেখেও সত্যকে গ্রহণ করেনি বা করেনা, জিদের বশবর্তী হয়ে। যেমন তাদেরই একজন আবু জাহিল। আবু জাহিল জিদ বশত আল্লাহর রসূল ﷺ কে অস্বীকার করে এবং এই জিদে নিজেকে সে সঠিক বলেও জানতো। বদরের যুদ্ধের দিকে যদি লক্ষ্য করা যায় তবে ইতিহাসের পাতায় দেখা যাবে আবু জাহিল আল্লাহর নিকট এভাবে মিমাংসার দোয়া করল, হে আল্লাহ! আমাদের মধ্যে যে দল আত্বীয়তার সম্পর্ক অধিক ছিন্ন করেছে এবং ভুল কাজ করেছে, আজ তুমি তাদের ধ্বংস করে দাও। হে আল্লাহ! আমাদের মধ্যে যে দল তোমার নিকট অধিক প্রিয় ও পছন্দনীয়, আজ তুমি তাদের সাহায্য করো। পরবর্তীতে সময়ে আবু জাহিলের এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করেই আল্লাহ তা’য়ালা বলেন,

إِن تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ ۖ وَإِن تَنتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ وَلَن تُغْنِيَ عَنكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٩﴾

তোমরা মিমাংসা চেয়েছিলে, তা-তো তোমাদের নিকট এসেছে। তোমরা বিরত হলে সেটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর হতো। তোমরা পুনরায় তা করলে আমিও পুনরায় শাস্তি দেব এবং তোমাদের দল সংখ্যায় অধিক হলেও তোমাদের কোন কাজে আসবে

না এবং আল্লাহ তা'য়ালা মু'মিনদের সাথে রয়েছেন। (সূরা আনফাল, আ: ১৯; আর-রহীকুল মাখতুম -আল্লামা শফিউর রহমান মোবারকপুরী, বাংলা অনুবাদ, পৃ: ২১০)

অতঃপর বদর যুদ্ধে মহান আল্লাহ তা'য়ালা আবু জাহিলকে ধ্বংস করে দিয়েছেন। এটা যে, শুধু আবু জাহিলের ক্ষেত্রেই হয়েছে তা নয়; বরং যারা মাসজিদে যিরার নির্মাণ করে ছিল, তারা নিজেদেরকে সত্য পথের পথিক জেনেই বিশ্ব নাবী মুহাম্মাদ ﷺ এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিল! মূলত সত্যের উপর তাদের কোন ভিত্তিই ছিলো না। মন গড়া কিছু কর্ম ছাড়া। এ কথাটি তো দিনের আলোর মত সত্য যে, যারা মাসজিদে যিরার তৈরি করেছিল তাদের চিন্তা, আক্বিদা বা মতবাদ ছিল কুফরী মতবাদ, কারণ ইসলাম ধ্বসের চেষ্টা করা কুফরী।
আল্লাহর নাবী মুহাম্মাদ ﷺ কে হত্যার চেষ্টা করা কুফরী। ইসলামের বিপরীত কোন মতবাদকে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা কুফরী। কাজেই এখন আসুন দেখা যাক, কিভাবে মানুষ কুফরী করার জন্য মাসজিদ নির্মাণ করে।

খ। নির্বাচনের আগ মুহুর্তে যদি কোন নেতা/নেত্রী কোন মহল্লায় গিয়ে এমন ঘোষণা করে যে, এবার নির্বাচনে আমি যদি বিজয়ী হতে পারি তবে আপনাদের মহল্লার নির্মানাধীন এই মাসজিদকে পূর্ণ নির্মাণ করে দেব কিংবা আপনারদের এই মহল্লাতে একটি মাসজিদ নির্মাণ করে দেব। অতঃপর, ঐ এলাকার মানুষের ভোটে নেতা নির্বাচিত হয়ে যদি সেই মহল্লার প্রতিশ্রুত মাসজিদ নির্মাণ করে দেয়। তবে সেই মাসজিদ, মাসজিদে যিরার এর মত। কেননা, সেই মাসজিদের নির্মাণের শুরুটিই হচ্ছে কুফরী কাজের মাধ্যমে। কারণ ঐ সকল নেতারা, যেই নির্বাচনের জন্য সমর্থন অর্থাৎ ভোট চায় তা গণতান্ত্রিক নির্বাচন, আর গণতন্ত্র একটি কুফরী মতবাদ। দেখুন, আমার লেখা ''সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক আল্লাহ'' বইটি। আর এই গণতন্ত্র ইসলামের সাথে সম্পূর্ণ ভাবেই সাংঘর্ষিক। কেননা ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা, তেমনি ভাবে গণতন্ত্রও একটি স্বতন্ত্র জীবন ব্যবস্থা। আর একটি মানুষ কখনোই একই সাথে দুইটি জীবন ব্যবস্থা মানতে পারে না। আর গণতন্ত্র বলে তার সংবিধানের সাথে অন্য সকল সংবিধানের যতটুকু সাংঘর্ষিক, ততটুকুই বাতিল বলে গণ্য হবে। (বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭ এর ২ এ উল্লেখ আছে)

আর ইসলাম বলে,

وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٨٥﴾

কেহ ইসলাম ব্যতিত অন্য কোন দ্বীন অর্থাৎ জীবন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে চাইলে তাহা কখনও কবুল করা হইবে না এবং সে হইবে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত। (সূরা আল ইমরান, আ: ৮৫)

ইসলাম বলে, সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক আল্লাহ। (সূরা মূলক, আ: ১; সূরা আল-ইমরান, আ: ১৮৯)

আর গণতন্ত্র বলে, সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক জনগণ। (বাংলাদেশের সংবিধানের ৭ এর ১ এ উল্লেখ আছে)

আইনের অধ্যাপক ডক্টর. আব্দুল হামিদ মিতওয়ালী বলেন, শাসন ব্যবস্থায় "গণতন্ত্র" জাতির প্রভূত্বের অর্থাৎ রবের নীতিতে পরিণত হয়েছে, অধিকন্তু সংখানুযায়ী প্রভূত্ব হচ্ছে সেই সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব যার উপর অন্য কোন কর্তৃত্ব নেই। (Dr. Hamid Mitwali's Ruling System in Developing Country- সংস্করণ ১৯৮৫, পৃ: ৬২৫)

গণতন্ত্র বলে, ইহুদি, খিষ্টান, হিন্দু, মুসলিম, সকলের ভোটের বা সমর্থনের মূল্যই এক।

ইসলাম বলে, যারা ইসলাম অমান্যকারী মূর্খ আর যারা ইসলাম গ্রহণকারী জ্ঞানী, তারা সমান নয়।

অতএব, কুরআন ও হাদীছের দলিল অনুযায়ী ইসলামের দৃষ্টিতে গণতন্ত্র একটি কুফরী মতবাদ। আর এই কুফরী মতবাদকে কেন্দ্র করেই যেই মাসজিদ নির্মাণ হয়, তা তাকওয়ার ভিত্তিতে নির্মাণ হয় না। যার ফলে সেই মাসজিদ মাসজিদে যিরার এর মত।

গ। যদি কোন নেতা/নেত্রী বা গোষ্ঠী এমন চিন্তা করে যে, সে তার নির্বাচনী এলাকায় কিছু মাসজিদ নির্মাণ করবে। ফলে নির্বাচনের সময় সেই মাসজিদগুলোকে কেন্দ্র করে ভোট চাইতে পারবে। কিংবা জনসাধারণের কাছে তার নির্বাচনী এলাকার কাজ হিসেবে সেই মাসজিদগুলো দেখাতে পারবে। তবে সেই মাসজিদগুলোও মাসজিদে যিরার এর মত। কেননা, এমন মাসজিদ তৈরি করার পেছনে উদ্দেশ্যই হলো কুফুরী মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করা।

ঘ। কোন রাষ্ট্রের শাসক গোষ্ঠী যদি সেই রাষ্ট্রের আলেম ওলামা এবং ইসলাম প্রিয় মুসলমানদের বিভিন্ন অযুহাতে খুন, গুম, গ্রেফতার, নির্যাতন করে। আবার একই সাথে সেই রাষ্ট্রের বিভিন্ন স্থানে মাসজিদও নির্মাণ করে দেয়। আর এমন কথা দেশের জনগণকে বুঝানোর চেষ্টা করে যে, যাদেরকে খুন, গুম, গ্রেফতার করা হচ্ছে, তারা মুলত আলেম ওলামা বা ইসলাম প্রিয় নয়, বরং তারা সন্ত্রাস, চাঁদাবাজ, টেন্ডারবাজ, ধর্ষণকারী ইত্যাদি। এবং পাশাপাশি এও বুঝাতে চায়, সেই নেতা বা শাসক গোষ্ঠী ইসলামকে ভালোবাসে। কাজেই রাষ্ট্রের বিভিন্ন স্থানে মাসজিদ নির্মাণ করছে। অতএব সেই নির্মাণকৃত মাসজিদগুলোও মাসজিদে যিরার এর মত। কারণ যারা ইসলাম প্রিয় তাদেরকে বিভিন্ন অযুহাতে খুন গুম, গ্রেফতার, নির্যাতন করা ইসলামের দুশমনদের দ্বারাই সম্ভব। কেননা, তারা চায় না রাষ্ট্রীয় ভাবে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হোক। আর সে জন্যই তারা ইসলাম প্রিয় লোকদেরকে বিভিন্ন ভাবে যুলুম নির্যাতন করে। অথচ এদের কোন দোষই নেই। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴿٨﴾

উহারা তাদেরকে নির্যাতন করিয়াছিল শুধু এই কারণে যে, তাহারা (সকল প্রকার কুফরী মতবাদ বর্জন করে) বিশ্বাস করিত পরাক্রমশালী ও প্রশংসিত আল্লাহে। (সূরা বুরুজ, আ: ৮)

অতএব যদি তারা মাসজিদ নির্মাণ করে, তবে তা মূলত জনগণকে দেয়া একটি ধোঁকা। আর এই ধোঁকার উদ্দেশ্যে তৈরি মাসজিদ, তাকওয়ার ভিত্তিতে তৈরি মাসজিদ নয়। কাজেই সেই মাসজিদ মাসজিদে যিরার এর মত।

৩. মু'মিনদের মাঝে বিভক্তি সৃষ্টি

মাসজিদে যিরার এর ৩ নং চিহ্ন হলো মু'মিনদের মাঝে বিভক্তি করণের উদ্দেশ্যে যেই মাসজিদটি নির্মাণ করা হয় বা যেই মাসজিদের কিছু কারণে এমনিতেই মু'মিনদের মাঝে বিভক্তি সৃষ্টি হয়। কেননা, মু'মিনদের ঐক্যের মাধ্যমেই রয়েছে কল্যাণ ও সফলতা। আর মু'মিনদের বিভক্তির মধ্যে রয়েছে অকল্যাণ ও বিফলতা। আর সে জন্যই মহান আল্লাহ তা'য়ালা মু'মিনদেরকে ঐক্যের আদেশ দিয়েছেন। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ

তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জু অর্থাৎ ইসলামকে শক্ত ভাবে ধর এবং পরস্পর বিভক্তি হইও না। (সূরা আল ইমরান, আ: ১০৩)

উক্ত আয়াতে মহান আল্লাহ তা'য়ালা বিভিন্ন দলাদলি বা সংগঠন তৈরি করে বিভক্তি হতে নিষেধ করেছেন।

অতএব মু'মিনদের পক্ষে এটা সম্ভব নয় যে, তারা মহান আল্লাহ তা'য়ালার আদেশকে উপেক্ষা করে বিভিন্ন দল বা সংগঠন তৈরি করে নিজেরা বিভক্তি হবে। অন্য এক আয়াতে মহান আল্লাহ তা'য়ালা মু'মিনদের বিভক্তির কারণে যেই ক্ষতি হবে সেই ক্ষতিগুলোও উল্লেখ করে দিয়ে বলেন,

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ۖ وَاصْبِرُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿٤٦﴾

তোমরা আল্লাহ ও তাঁহার রসূলের আনুগত্য করিবে ও নিজেদের মধ্যে বিবাদ করিবে না, করিলে তোমরা সাহস হারাইবে এবং তোমাদের শক্তি বিলুপ্ত হইবে। তোমরা ধৈর্য ধারণ কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন। (সূরা আনফাল, আ: ৪৬)

এটা তো গেলো দলের ক্ষেত্রে। এখন প্রশ্ন হতে পারে, মাসজিদ নির্মাণের মাধ্যমে কি ভাবে মু'মিনদের মাঝে বিভক্তি সৃষ্টি হয়?

উত্তরঃ হ্যাঁ মাসজিদ নির্মাণের মাধ্যমে মু'মিনদের মাঝে বিভক্তি সৃষ্টি হয় এবং তা ভারতীয় উপমহাদেশে কম নয়, বরং বেশি। যেমনঃ

ক। কোন মহল্লাতে একটি মাসজিদ রয়েছে; ঐ মাসজিদের কোন কিছুকে কেন্দ্র করে দ্বন্দ্ব হয়ে দুইটি গ্রুপ তৈরি হয়ে যাওয়া এবং নতুন গ্রুপ বা দলটি পূর্বের মাসজিদকে উপেক্ষা করে আরেকটি মাসজিদ নির্মাণ করে। ফলে সাধারণ মুসল্লিদের মাঝে ও দুইটি দল তৈরি হয়ে যায় এবং নতুন দলটি পূর্বের মাসজিদ উপেক্ষা করে নতুন মাসজিদকে গ্রহণ করে। যা ব্যক্তিগত স্বার্থে মুসলমানদের শাখা প্রশাখায় বিভক্তি হওয়ার অন্তর্ভুক্ত। অথচ মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ ۚ

তোমরা তাদের মত হইও না, যাহারা তাহাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শন আসার পর বিচ্ছিন্ন হইয়াছে ও নিজেদের মধ্যে মতান্তর বা মতভেদ সৃষ্টি করিয়াছে। (সূরা আল ইমরান, আ: ১০৫)

উক্ত আয়াতের আলোচনায় হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শাফী (রহি:) বলেন, এ আয়াতে যে বিচ্ছিনতা ও মতবিরোধের নিন্দা করা হয়েছে, তা সে সমস্ত মতবিরোধ যা দ্বীনের মূলনীতিতে করা হয় অথবা স্বার্থপরতার বশবর্তী হয়ে শাখা প্রশাখায় করা হয়। (তাফসিরে মা'রিফুল কুরআন, বাংলা অনুবাদ, পৃ: ১৯৪)

অতএব নতুন মাসজিদটি নির্মানে, মুসলমানদের মাঝে বিভক্তির সৃষ্টি হবার কারণে, নতুন মাসজিদটি, মাসজিদে যিরার এর মত।

তবে এখানে একটি বিষয় অবশ্যই অবগত হওয়া জরুরী যে, বর্তমান সময়ে মাসজিদ গুলোতে মত বা মাযহাবকে কেন্দ্র করেও দ্বন্দ্ব রয়েছে। এখন যদি একই মাসজিদে ২টি মাযহাবের অনুসারী মুসল্লিগণ থাকে। যেমন একটি হানাফি মাযহাব আর অপরটি আলবানী মাযহাব। যেহেতু এদেশে হানাফী মাযহাবের অনুসারীগণই বেশি আর এদেশে তাদের নির্মিত মাসজিদই বেশি রয়েছে। সেহেতু মাসজিদগুলোতে হানাফি মাযহাব অনুসারী মুসল্লিগণ বেশি থাকাই স্বাভাবিক। আর আলবানী মাযহাবের অনুসারীগণ কম বা নতুন তৈরি হচ্ছে। যদি এমন দেখা যায় যে, কোন মাসজিদের মুসল্লি অধিকাংশ হানাফী মাযহাবের অনুসারী আর আলবানী মাযহাবের অনুসারী কম। এমতোবস্থায় যদি ছলাত আদায়কে কেন্দ্র করে, উভয় মাযহাবের অনুসারীদের মাঝে দ্বন্দ্ব হয়ে যদি হানাফী মাযহাবের অনুসারীগণ অপর পক্ষকে মাসজিদ থেকে বের হয়ে যেতে বলে এবং তাদের ছলাত নিয়ে কটাক্ষ করে এক্ষেত্রে নতুন গ্রুপ বা দলটি

পুরাতন মাসজিদ থেকে বের হয়ে গিয়ে নতুন আরেকটি মাসজিদ নির্মাণ করে। তবে পূর্বের মাসজিদটিই মাসজিদে যিরার এর মত।

খ। আর যদি আলবানী মাযহাবের অনুসারীগণ এ উদ্দেশ্যে নতুন মাসজিদ নির্মাণ করে যে, বিদ'আতিদের সাথে ছলাত আদায় করবে না। কাজেই তারা নতুন ভাবে লোক সংগ্রহ করে, নতুন মাসজিদে ছলাত শুরু করে আর অপর মাসজিদের মুসল্লিদেরকে বিদ'আতি বলে ফতুয়া দেয় বা কটাক্ষ করে। তবে নতুন মাসজিদটিই, মাসজিদে যিরার এর মত।

গ। অথবা একটি মাসজিদে একই মাযহাবের অনুসারীগণ ছলাত আদায় করে অথচ কোন বিষয়কে কেন্দ্র করে এক পক্ষ অপর পক্ষকে মাসজিদে আসতে নিষেদ্ধ করে, বা মাসজিদে আসতে বিভিন্ন ভাবে বাধা দেয়। যেমন, মাসজিদে আসার পথ বন্ধ করে দেওয়া, সেই পথে গর্ত খনন করা বা মাসজিদে ছলাত আদায় করতে যেই যানবাহন নিয়ে যায়, তাদের সেই যানবাহনের ক্ষতি করা। সাইকেল বা মটর সাইকেলের হাওয়া ছেড়ে দেওয়া, তৈলের লাইন খুলে দেওয়া ইত্যাদি, এমন ভাবে বাধা প্রদানের কারণে যদি বাধাগ্রস্ত পক্ষটি নতুন আরেকটি মাসজিদ নির্মাণ করে তবে পূর্বের মাসজিদটিই, মাসজিদে যিরার এর মত। নতুন মাসজিদটি নয়। কারণ তারা ছলাত আদায়ের জন্যই মাসজিদ নির্মাণ করেছে তাদের মাসজিদ অবশ্যই তাকওয়ার ভিত্তিতে স্থাপিত।

ঘ। যদি কোন ব্যক্তি লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে নিজ জমিতে মাসজিদ নির্মাণ করে এবং উক্ত জমি মাসজিদের জন্য নির্ধারিত বা দলিল পত্র করে না দেয়। পরবর্তীতে কোন কারণবশত; সেই ব্যক্তি মুসল্লিদের আসতে বাধা দেয় উপরোল্লেখিত বিভিন্ন পন্থায় তবে সেই মুসল্লিগুলো যদি ছলাত আদায়ের জন্য অন্যস্থানে মাসজিদ নির্মাণ করে তবে অবশ্যই সেই মাসজিদের ভিত্তি তাকওয়ার উপরে প্রতিষ্ঠিত, বরং নতুন তৈরিকৃত মাসজিদ আল্লাহর আদেশে সেই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। যেখানে মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

হে আমার মু'মিন বান্দাগণ! নিশ্চয়ই আমার পৃথিবী প্রশস্ত, সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদাত কর। (সূরা আনকাবুত, আ: ৫৬)

উক্ত আয়াতে মহান আল্লাহ তা'য়ালা মু'মিন বান্দাদেরকে উপদেশ দিয়েছেন যে, হে আমার বান্দা! আমার জমিন প্রশস্ত, সুতরাং কোন স্থানে আমার ইবাদাত করতে তোমার বাধাগ্রস্থ হইলে সেই স্থান ত্যাগ করে অন্য স্থানে অবস্থান কর। অর্থাৎ যেখানেই আমার ইবাদত করতে তোমাদের জন্য সুবিধা হয় সেখানেই আমার ইবাদাত কর। অতএব যেই মাসজিদে আল্লাহর ইবাদাত করতে বাধা প্রদান হয় এবং উপরে উল্লেখিত বিভিন্ন পন্থায় অত্যাচার করায় সেই মাসজিদ ত্যাগ করে। যেই মাসজিদের ছলাত আদায় করা সুবিধা হবে সেখানেই ছলাত আদায় করতে হবে। সেক্ষেত্রে নতুন মাসজিদ নির্মাণ দোষনীয় নয় বরং উত্তম।

আর পূর্বের মাসজিদটি মাসজিদে যিরার এর মত। কেননা সেই মাসজিদ নির্মাণকারীর মাসজিদে প্রবেশে বাধা দানের কাজগুলো গর্হিত কাজ যা কুরআন মাজিদের সেই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। যেখানে মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا ۚ

যে কেহ আল্লাহর মাসজিদ সমূহে তাঁহার নাম স্বরণ করিতে বাধা প্রদান করে এবং উহাদরে বিনাশ সাধনে প্রয়াসী হয় তাহার অপেক্ষা বড় জালিম কে হইতে পারে? (সূরা বাকারাহ, আ: ১১৪)

উক্ত আয়াতের তৃতীয় আলোচনায় হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শাফী (রহি:) বলেন, মাসজিদ জনশূন্য করার জন্য সম্ভবপর যত পন্থা হতে পারে সবই হারাম। খোলাখুলি ভাবে মাসজিদকে বিধ্বস্ত করা ও জনশূন্য করা যেমনি এর অন্তর্ভুক্ত, তেমনি ভাবে এমন কারণ সৃষ্টি করাও এর অন্তর্ভুক্ত। যার ফলে মাসজিদ জনশূণ্য হয়ে পড়ে। মাসজিদ জনশূন্য হওয়ার অর্থ এই যে, সেখানে নামাজ পড়ার জন্য কেউ আসে না কিংবা সেখানে নামাজির সংখ্যা কমে যাওয়া (তাফসিরে মা'রিফুল কুরআন, বাংলা অনুবাদ, আলোচনা- তৃতীয়, পৃ: ৫৭)

অতঃপর উপরোক্ত মাসজিগুলো ছাড়াও সেই সকল মাসজিদগুলোও মাসজিদে যিরার এর মত যেই সকল মাসজিদ গুলোর নাম দেখেই মু'মিনদের মাঝে বিভক্তির আলামাত পাওয়া যায়। যেমন কোন দল, মত বা সংগঠনের নামে মাসজিদের নামকরণ করলে সেই মাসজিদ, মাসজিদে যিরার এর মত।

ঙ। যদি কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী মাসজিদের নাম রাখে সুফিবাদী জামে মাসজিদ, তবে সেই মাসজিদ টি মাসজিদে যিরার এর মত।

চ। যদি কেউ মাসজিদের নাম রাখে আহলে হাদীস জামে মাসজিদ। তবে সেই মাসজিদ মাসজিদে যিরার এর মত।

ছ। যদি কেহ কোন মাসজিদের নাম রাখে হানাফীয়া জামে মাসজিদ, তবে সেই মাসজিদ মাসজিদে যিরার এর মত। কেননা এই সকল মাসজিদের নাম দেখেই মু'মিনদের মাঝে বিভক্তির আলামাত পাওয়া যায়।
উদাহরণস্বরূপ যদি কোন মাসজিদের নাম রাখা হয় হানাফীয়া জামে মাসজিদ তবে অন্য সকল মাযহাবের লোকজন সেই মাসজিদের নাম দেখেই বলবে, এটা হানাফীদের মাসজিদ। আমাদের মাসজিদ নয়। অনুরূপভাবে যদি কোন মাসজিদের নাম রাখা হয় আহলে হাদীছ জামে মাসজিদ, তবে অন্য মাযহাবের লোকজন তথা হানাফী মাযহাব সহ অন্যান্য মাযহাবের অনুসারীগণ সেই মাসজিদের নাম দেখেই বলবে, এটা আহলে হাদিসের মাসজিদ। আমাদের মাসজিদ নয়। ঠিক একইভাবে যদি কোন মাসজিদের নাম রাখা হয় সুফিবাদী জামে মাসজিদ, তবে অন্য মতাবলম্বী লোকজন সেই নাম দেখেই বলবে এটা আমাদের মাসজিদ নয়। পীর-ফকিরের মাসজিদ। শুধু তাই নয়, যদি একই স্থানে পাশা-পাশি এই সকল দলগুলোর নাম অনুযায়ী মাসজিদ থাকে তবে দেখা যাবে আযান দেওয়া মাত্রই তারা তাদের নিজ নিজ দলের মাসজিদে প্রবেশ করবে। অথচ এমনটি হওয়া কখনোই উচিৎ নয়। এটা মুসলমানদের মাঝে বিভক্তিকরণ।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا رَجُلٍ خَرَجَ يُفَرِّقُ بَيْنَ أُمَّتِي، فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ

হযরত উসমান ইবনু শরীফ (রা:) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার উম্মতের মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টি করতে চায়, তার ঘাড়ে আঘাত কর। (সুনানে আন-নাসায়ী, হাদিস নং ৪০২৩, ছহীহ)

আর এই বিভক্তিকরণ মহান আল্লাহ তা'য়ালা নিষেধ করে দিয়ে বলেন,

وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ ﴿٥٢﴾ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا ۖ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿٥٣﴾

আর তোমাদের এই যে উম্মাহই তো একই উম্মাহ এবং আমিই তোমাদের প্রতিপালক। কিন্তু তাহারা নিজেদের মধ্যে তাহাদের দ্বীনকে বহু দলে বিভক্ত করিয়াছে। প্রত্যেক দলই তাদের নিকট যাহা আছে তাহা লইয়া আনন্দিত। (সূরা মু'মিনুন, আ: ৫২-৫৩)

অতএব যেটা মহান আল্লাহ তা'য়ালা নিষেধ করেছেন, আল্লাহ তা'য়ালার নিষেধ ভুলে যারা দলীয় নামকরণের মাধ্যমে মাসজিদের নাম রেখে মুসলমানদের মাঝে বিভক্ত করে। তাদের উদ্দেশ্য মূলত জনগণকে দেখানো সারা দেশে এই দলের কতগুলো মাসজিদ আছে। আল্লাহর আদেশ ভুলে তারা মাসজিদ দেখিয়ে নিজেদেরকে হক প্রমাণের চেষ্টা করে। ঠিক একই চেষ্টা করেছিল আল্লাহর রসূল ﷺ এর সময় কালের মাসজিদে যিরার নির্মাণকারীরা। তারা ভেবেছিল আল্লাহর রসূল ﷺ একবার তাদের মাসজিদে ছলাত আদায় করলেই সমাজের মানুষদের চোখে এটা মাসজিদ হিসেবে গণ্য হবে। আর তারা তাদের ঘৃণিত ষড়যন্ত্র গোপনেই করে যেতে পারবে। অথচ মানুষ তাদেরকে মনে ভাববে তারা সত্য গ্রহণকারী, হক পথেই তারা আছে। (শব্দে শব্দে আল-কুরআন -মাওলানা হাবিবুর রহমান, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১১২-১১৩)

আর বর্তমান সময়ের এই দলের নামে নামকরণ করা মাসজিদগুলোরও ঠিক একই অবস্থা। দলের নামে মাসজিদের নামকরণ করায়, শুধু দলের লোকেরা মাসজিদের নাম দেখেই চিনে নেবে তা নয় বরং এ নামকরণের সাইনবোর্ড অন্য মুসলমানদের সেই মাসজিদে ঢুকতে বাধা দেয়। যেমন এটা আহলে হাদীছ জামে মাসজিদ তার মানে এটা আহলে হাদীছদের মাসজিদ, আর আমি তো আহলে হাদীছ নই, আমি হানাফী, তা হলে ঐ মাসজিদে তো আমাদের যাওয়া যাবে না।

অনুরূপভাবে, যদি লেখা থাকে এটা হানাফিয়া জামে মাসজিদ তাহলে আহলে হাদীছরাও একই চিন্তা করবে। এটা যে শুধু কল্পনায় বলা হচ্ছে তা নয়, এমন এমন ঘটনা বাস্তাবেও হচ্ছে অসংখ্য। এমন কি এই বিষয় নিয়ে একজন ভাই বাংলাদেশের এক স্বনামধন্য শায়েখের নিকট থেকে ফতুয়া জানতে চেয়েছিল। ভাইটি বলেছিল,

শায়েখ! আমি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ জামাতের সাথে পড়তে চাই কিন্তু আশে পাশে আহলে হাদীছের কোন মাসজিদ না থাকায় উক্ত সময় জামাতে নামাজ আদায় করতে পারি না। সেই শায়েখ ফতুয়া দিয়ে দিল- বাড়িতে ছলাত আদায় করবেন (অর্থাৎ আহলে হাদীছ মাসজিদ কাছে কোথাও না পেলে)। শুধু তাই নয় জোর গলায় শায়েখদের মুখে এমনও কথা শোনা যায়, আপনি আহলে হাদীছ করবেন না? মরার আগে আপনাকে আহলে হাদীছ প্রমান করেই মরতে হবে। কবরে সাওয়াল জাওয়াবের সময়, এমনকি মুনকার-নাকীর এর সামনেও বলতে হবে আমি আহলে হাদীছ। শায়েখের উক্ত বক্তব্যটি অবশ্যই ঠিক কেননা, প্রত্যেকটি মানুষকেই মৃত্যুর আগে হাদীছের অনুসারী বা হাদীছ পালনকারী হয়েই মৃত্যুবরণ করতে হবে। তা ব্যতিত মৃত্যুর পরে কঠিন বিপদের সম্মুখীন হতে হবে। তবে শায়েখ এই বক্তব্যের মাধ্যমে যদি আহলে হাদীছ সংগঠনকে বুঝানোর চেষ্টা করেন তবে সেটা ভুল বক্তব্য। কেননা মৃত্যুর আগে মানুষকে ‘‘হানাফি’’ হয়েই মৃত্যু বরণ করতে হবে। আর হানাফি হওয়ার স্বীকারোক্তি আপনাকে এই দুনিয়াতেই দিতে হবে। (হানাফি শব্দের অর্থ ‘‘একেশ্বরবাদী, এক আল্লাহ বিশ্বাসী’’)

মহান আল্লাহ তা’য়ালা আমাদেরকে কুরআন মাজিদে হযরত ইব্রাহীম (আ:) এর সেই কথাটি শিখিয়ে দিয়েছেন,

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا ۖ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴿٧٩﴾
(বলো ও কাজে পরিণত কর, যে) আমি একনিষ্ঠভাবে অর্থাৎ হানাফি হয়ে তাঁহার দিকে মুখ ফিরাইতেছি যিনি আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই। (সূরা আনআম, আ: ৭৯)

অতএব, এমন বক্তব্য বা দলিলগুলোকে কখনই নিজেদের পক্ষের দলিল হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না। কারণ একজন মু’মিন ব্যক্তি অবশ্যই আহলে হাদীছ বা হাদীছের অনুসারী, অবশ্যই সে হানাফি বা একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর নিকট আত্ম-সমর্পণকারী। আর অবশ্যই সে একজন আহলে সুন্নাহ। কাজেই এইগুলো দলের পক্ষে কোন দলিল হতে পারে না। এগুলো মু’মিন মুত্তাকীদের জন্য দলিল, একজন মানুষ মু’মিন, মুত্ত্বাকী হলে আল্লাহ ইচ্ছে করলে তাকে মহা পুরষ্কার জান্নাত দান করতে পারেন। কাজেই সকলকেই বিভিন্ন মতভেদ ভুলে আল্লাহ তা’য়ালার সেই

আয়াতকে নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করতে হবে যেখানে মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ

তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জু বা ইসলামকে শক্তভাবে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইও না। (সূরা আল ইমরান, আ: ১০৩)

কিন্তু কেন মু'মিনদের মাঝে এই বিভক্তি? নিশ্চয়ই আপনি বলবেন, তারা ওহাবী, খারেজী, রফাদানী, এতায়াতী? তাই আমরা তাদের পিছে বা সাথে নামাজ আদায় করি না? আপনি কি ভেবে দেখেছেন? তারাও আপনাদেরকে বিদ'আতী, গোমরাহী, মিলাদী মনে করে। কাজেই আপনাদের পিছনে বা আপনাদের সাথে তারাও ছলাত আদায় করতে চায় না। কিন্তু বলুন! কবে এর অবসান হবে? আপনারা ছহীহ হাদীছ মানেন যারা, তারা দাবী করেন আপনারা হকপন্থী আহলুল হাদীছ অন্যরা বিদ'আতী ঠিক অনুরূপভাবে অন্যরাও আপনাদেরকে ওহাবী বলে, আর নিজেদেরকে বলে ছহীহ হাদীছের অনুসারী।

যারা আহলে হাদীছকে ওয়াবী বলেন তাদেরকে বলছি, ওহাবী বলে আপনারা আহলে হাদীছকে দূরে ঠেলে দিবেন কেন? আপনারা তো জানেন, আপনারা হকপন্থী তবে তাদের সাথেও সম্পর্ক স্থাপন করে তাদেরকেও হক পথের দাওয়াত দিন। এটা তো আপনাদের দায়িত্ব। আর আহলে হাদীছ ভাইদেরকেও বলছি, আপনারা যারা অন্যদেরকে কঠোর ভাষায় বিদ'আতী বলে বিভক্তি করছেন, তাদেরকে বিভক্তি না করে তাদের সাথেও সম্পর্ক তৈরি করে তাদেরকেও হক পথের দাওয়াত দিন। কেননা, আপনারাও তো নিজেদেরকে হকপন্থী মানেন। কিন্তু কেন নিজেদের মাঝে সাপ-বেজির সম্পর্ক তৈরি করেছেন? অথচ আপনারা সকলেই বিশ্বাস করেছেন আল্লাহ ব্যতিত সত্য কোন মা'বুদ নেই আর মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রসূল। তবে কেন আল্লাহর আদেশ ভুলে নিজেদের মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টি করে বিভিন্ন দল মত নিয়ে আলাদা মাসজিদ তৈরি করে বসে আছেন? আর নিজেদের দল-মতকেই সঠিক মেনে আনন্দিত হয়ে আছেন? মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٣١﴾ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا ۖ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿٣٢﴾

বিশুদ্ধচিত্তে তাঁহার অভিমুখী হইয়া তাহাকে ভয় কর, ছলাত কায়েম কর এবং অন্তর্ভুক্ত হইও না মুশরিকদের। যাহারা নিজেদের দ্বীনে মতভেদ সৃষ্টি করিয়াছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়াছে। প্রত্যেক দলই নিজ নিজ মতবাদ লইয়া আনন্দিত। (সূরা রুম, আ: ৩১-৩২)

তাই আসুন, সকলেই ঐক্যবদ্ধ হই। এমন দলে দলে বিভক্তি কখনো কল্যাণ নিয়ে আসতে পারে না। উক্ত আলোচনার পর অনেকেই আবার দলের পক্ষের মাসজিদ নির্মানের দলিল হিসেবে ছহীহ বুখারীর সেই হাদীছটিকে সামনে আনতে পারেন। যেখানে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রা:) বলেন,

حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَابِقُ بَيْنَ الْخَيْلِ الْمُضَمَّرَةِ مِنْ الْحَفْيَا إِلَى الثَّنِيَّةِ وَالَّتِي لَمْ تُضَمَّرْ مِنْ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ وَأَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ فِيمَنْ سَابَقَ بِهَا.

আল্লাহর রসূল ﷺ যুদ্ধের জন্যে তৈরী ঘোড়াকে 'হাফইয়া' (নামক স্থান) থেকে 'সানিয়া' পর্যন্ত দৌড় প্রতিযোগিতা করিয়েছিলেন। আর যে ঘোড়া যুদ্ধের জন্য তৈরী নয়, সে ঘোড়াকে 'সানিয়া' থেকে যুরাইক গোত্রের মাসজিদ পর্যন্ত দৌড় প্রতিযোগিতা করিয়েছিলেন। আর এই প্রতিযোগিতায় আব্দুল্লাহ ইবনু উমার অগ্রগামী ছিলেন। (ছহীহ বুখারী ১ম খণ্ড, হা: ৪২০; মুসলিম হা: ১৮৭০)

বলতে পারেন, উক্ত হাদীছে তো যুরাইক দল বা গোত্রের মাসজিদের কথা বলা হয়েছে। সুতরাং আমাদের দলের নামেও মাসজিদের নামকরণ করা যাবে। হ্যাঁ, করতে পারেন, যুক্তি-তর্ক দিয়ে। কিন্তু দলিল দিয়ে নয়। কেননা, হাদীছে উল্লেখিত গোত্রসমূহ আর বর্তমানের দল সমূহ এক নয়। এই দুয়ের মাঝে রয়েছে রাত ও দিনের পার্থক্য। কারণ, আল্লাহর রসূল ﷺ এর সময়কালীন গোত্র বা দলসমূহ নেতা মানত একজনকে। আর তারা ইসলাম গ্রহণের পর কেউ কাউকে পথভ্রষ্ঠ, বিভ্রান্ত, কাফের এই জাতীয় বিভিন্ন কথা বলে ফতুয়া দেয়নি। বরং তারা ছলাত আদায়ের জন্য সাধারণ মাসজিদগুলোর মতই মাসজিদ তৈরি করেছিলেন।

প্রিয় উপস্থিতি, আপনারা আপনাদের মাসজিদের নাম, আপনাদের পাড়া মহল্লার নামে নামকরণ করতে পারেন। সরকার জামে মাসজিদ নাম রাখতে পারেন, ছন্দহ জামে মাসজিদ নাম রাখতে পারেন। জোরগাছা বাজার জামে মাসজিদ নাম রাখতে

পারেন। নিজ নিজ গোত্র বা গ্রামের নামে নামকরণ করতে পারেন। কোন ছাহাবী (রা:), তাবেঈ, তাবে তাবেঈ, কিংবা কোন ব্যক্তি বা গোত্র প্রধানের নামে মাসজিদের নামকরণ করতে পারেন। তাতে কোন সমস্যা নেই। তবে কোন বিধর্মীদের নামে অর্থাৎ হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান, ইহুদী এক কথায় মুসলিম ব্যতিত অন্য কোন ব্যক্তির নামে মাসজিদের নাম করণ করা যাবে না।

অতঃপর, উপরে উল্লেখিত নামসমূহ দ্বারা মাসজিদের নামকরণ করলে কোন অপরিচিত লোক বুঝতে পারবে না। এটা অমুক দলের মাসজিদ। এমন কি পরিচিত লোকও মাসজিদের নাম দেখেই দলের পরিচয় পাবে না। কাজেই সকল মুসলমানদের জন্যই সেই মাসজিদ উন্মুক্ত হবে। আর মুসলমান সকল মাসজিদেই স্বাধীন ভাবে ছলাত আদায় করতে পারবে। কেননা,

مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا سَيَّارٌ هُوَ أَبُو الْحَكَمِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ الْفَقِيرُ قَالَ حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا وَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ وَأُحِلَّتْ لِي الْغَنَائِمُ وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ.

হযরত জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রা:) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, আমাকে এমন পাঁচটি বিষয় প্রদান করা হয়েছে, যা আমার পূর্বে কোন নাবীকে দেয়া হয়নি। (তার মধ্যে একটি) সমস্ত জমিন আমার জন্য ছলাত আদায়ের স্থান ও পবিত্রতা অর্জনের উপায় করা হয়েছে। কাজেই আমার উম্মাতের যে কেউ যেখানে ছলাতের ওয়াক্ত হয় (সেখানেই) যেন ছলাত আদায় করে নেয়। (ছহীহ বুখারী ১ম খণ্ড হা: ৪৩৮; মুসলিম হা: ৫২১; মুসনাদে আহমাদ হা: ১৪২৬৮)

অতএব, দলের নাম ব্যতিত মাসজিদের নামকরণ করতে হবে। যেখানে সকলেই ছলাত আদায় করতে পারবে। যেখানে দলীয় কোন সীমাবদ্ধতা থাকবে না। আর যখনই দলীয় নামে মাসজিদের নামকরণ করবেন, তখনই একটি সীমাবদ্ধতা দেখা দিবে। যা মুসলমানদের হওয়া উচিৎ নয়। কাজেই মু'মিনদের ছলাত আদায়ের স্থানে দলীয় কোন সীমাবদ্ধতা রাখা যাবে না। আর যারা তা করবে বা করেছে সেই মাসজিদ, মাসজিদে যিরার এর মত।

৪. আল্লাহ ও তাঁর রসূল ﷺ এর দুশমনদের আশ্রয় দেবার উদ্দেশ্যে

চার নং চিহ্নটি সকলে নিকটেই স্পষ্ট যে, আল্লাহ ও তাঁর রসূল ﷺ এর দুশমনদের আশ্রয় দেবার জন্য কোন মাসজিদ নির্মাণ করা যাবে না।

যারা আল্লাহর আইন আল্লাহর জমিনে প্রতিষ্ঠিত করতে বাধা দেয়, তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূল ﷺ এর দুশমন। যারা হারামকে হালাল করে আর হালালকে হারাম করে। যেমন- মদ, জুয়া, সুদ, পতিতালয়, ইত্যাদি ইসলাম হারাম করেছে, আর এইগুলো যারা হালাল করে। আর কুরআনের আলোচনা, বাল্যবিবাহ, চোরের হাত কাটা, যেনাকারীকে রজম বা বেত্রাঘাত করে দেশান্তর ইত্যাদি ইসলাম হালাল করেছে, আর এইগুলো যারা হারাম করে তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূল ﷺ এর দুশমন। এমন কি যেই সকল আলেমরা উপরোক্ত শ্রেণীর লোকদের পক্ষ অবলম্বন করে, তারাও আল্লাহ ও তাঁর রসূল ﷺ এর দুশমন।

হযরত জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রা:) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি রাষ্ট্রনেতা-সরকারকে এমন কাজে সন্তুষ্ট করে, যার কারণে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন, সে আল্লাহর দ্বীন থেকে বেরিয়ে যায়। (আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৩৮, হা: ৩)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা:) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, আমার উম্মাতের মধ্যে এমন একদল লোক হবে, যারা ইলমে দ্বীনের গভীর জ্ঞান রাখবে (অর্থাৎ বড় বড় শায়েখ, আলেম) কুরআন তিলাওয়াত করবে, তারা বলবে, চলো চলো আমরা শাসক তথা রাষ্ট্রীয় সরকারের কাছে যাই এবং দুনিয়ার কিছু অংশ গ্রহণ করি এবং দ্বীনের ব্যাপারে তাদের বর্জন করে চলি। অথচ তা কখনও সম্ভব নয়। যেরূপ কাঁটাদার বৃক্ষ থেকে কেবল কাঁটার আঘাতই পাওয়া যায়, অনুরূপ তাদের নৈকট্য লাভে গুনাহ ছাড়া আর কিছুই অর্জিত হয় না। (আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৩২, হা: ৮)

সুতরাং সেই সকল স্বার্থান্বেষী আলেমদেরকেও কোন মাসজিদের প্রধান বানানোর উদ্দেশ্যে মাসজিদ নির্মাণ করলে, সেই মাসজিদটিও মাসজিদে যিরার এর মত।

প্রিয় উপস্থিতি,

কুরআন মাজিদ এ বর্ণিত মাসজিদে যিরার এর ৪টি চিহ্ন প্রায় বিস্তারিত আলোচনার পর মাসজিদে যিরার এর সম্পর্কে কম-বেশি সকলেরই জ্ঞান আসার কথা।
অতএব, মহান আল্লাহ তা'য়ালার ঘোষণাকৃত মাসজিদে যিরার এর উল্লেখিত ৪টি চিহ্নের বিস্তারিত আলামাত সমূহ যদি কোন মাসজিদের সাথে মিলে যায় তবে যতই যুক্তি-তর্ক করে, এমন কি আল্লাহর নামে শপথ করে সেই মাসজিদ নির্মাণকারীগণ, উক্ত মাসজিদগুলোকে তাকওয়ার ভিত্তিতে স্থাপিত মাসজিদ প্রমানের চেষ্টা করুক না কেন, সেই মাসজিদগুলো মাসজিদে যিরার এর মত।
মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ ۖ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿١٠٧﴾

তাহারা অবশ্যই শপথ করিবে; আমরা সদুদ্দেশ্যেই উহা (নির্মাণ) করেছি; আল্লাহ সাক্ষী তাহারা তো মিথ্যাবাদী। (সূরা তাওবাহ, আ: ১০৭)

যেহেতু মাসজিদে যিরার এর চিহ্ন ৪টি স্বয়ং মহান আল্লাহ তা'য়ালা কুরআন মাজিদে বর্ণনা করেছেন আর কুরআন মাজিদের আয়াতের কাছে যুক্তি, তর্কের কোন মূল্যই নেই। ব্যক্তি দিয়ে কুরআন মাজিদকে সংশোধন করতে যাওয়া কখনোই মু'মিনের বৈশিষ্ট্য নয় বরং তা গোমরাহী।
কাজেই কুরআন দিয়ে নিজেকে সংশোধন করতে হবে। কুরআনের আয়াতের কাছে ভিন্ন কোন দলিল দাড় করিয়ে নিজেদের ভুলকে সঠিক প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করা কখনোই মু'মিনের বৈশিষ্ট্য নয়। মু'মিনদের বৈশিষ্ট্য হলো-

وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا

তারা বলে, আমরা শুনিয়াছি এবং মানিয়াছি। (সূরা বাকারাহ, আ: ২৮৫)

প্রিয় উপস্থিতি,

আমার আলোচনাটি একবার নিরপেক্ষ হয়ে ভেবে দেখুন, দলীয় সানগ্লাস চোখে থেকে খুলে ফেলুন, দেখতে পাবেন আমি কোন দলের পক্ষ অবলম্বন করে কথা বলিনি। আমি শুধু বর্তমান সময়ের বাস্তব রুপ হুবহু আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

আমার আলোচনায় কোন ভুল সন্ধানের চেষ্টা না করে নিজের বিবেক যদি থাকে তবে সেই বিবেকের কাছে প্রশ্ন করুন। শুধু নিজেদের পছন্দের শায়েখদের পেছনে ছুটে সত্যকে হারাবেন না। কেননা, যুগে যুগে বড় বড় শায়েখ বা আলেমরাই সত্যকে প্রত্যাখ্যান করেছে। এতক্ষণ যেই মাসজিদে যিরার এর আলোচনা চলছে সেই মাসজিদে যিরার এর কাহিনী টাও ঘটেছে একজন বড় আলেমকে কেন্দ্র করেই যার নাম আবু আমের। সে খ্রিষ্টান ধর্মের ধর্মীয় গ্রন্থ অধ্যায়ণ করে খ্রিষ্টান ধর্মের উপর পাণ্ডিত্য অর্জন করে এবং আহলে কিতাবের আলিম- পণ্ডিতদের মধ্যে গণ্য ছিল। কিন্তু তার জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য তার মধ্যে সত্যের প্রতি আগ্রহ এবং সত্যকে মেনে নেয়ার উদারতা সৃষ্টি করতে পারেনি। উপরন্তু আল্লাহর রসূল ﷺ মাদিনায় আগমনের পর সে ইসলামের বিরোধীতা আরম্ভ করেছিল এবং আল্লাহর রসূল ﷺ কে তার প্রাধান্যের প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে মুনাফিক ও কাফেরদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে লেগেছিল। কেন এই সকল বড় বড় আলেমরা সত্যের বিরোধীতা করে? সেই প্রশ্নের উত্তর কুরআন মাজিদ থেকে নিতে হবে। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ

জিদের বশবর্তী হইয়া তাহারা তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিত, শুধু এই কারণে যে, আল্লাহ তাঁহার বান্দাদের মধ্যে হতে যাহাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ করেন। (সূরা বাকারাহ, আ: ৯০)

অতএব, আপনারা কেন যেকোন আলেমের পিছনে ছুটে নিজেরা সত্য থেকে বিমুখ হচ্ছেন? ডাবল ডাবল ডিগ্রী দেখে ধোকায় পড়বেন না। কেননা, ডিগ্রী থাকলেই কেবল আলেম হওয়া যায় না। কত বড় বড় ডিগ্রীধারী আলেমরা অহংকারবশত সত্যকে প্রত্যাখ্যান করেছে তা ইতিহাস সাক্ষী। যদিও মানুষ বড় ডিগ্রী দেখে বড় আলেম নির্বাচন করে। কিন্তু মহান আল্লাহ তা'য়ালার নিকট আলেমের সংজ্ঞা ভিন্ন।

ইমাম বাগভী (রহি:), হযরত জাবির (রা:) থেকে বর্ণনা করেন, আল্লাহর রসূল ﷺ এই আয়াত-

وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ ۖ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ ﴿٤٣﴾

"এ সকল উদাহরণ আমি মানুষের জন্য দেই, কিন্তু জ্ঞানী বা আলেমরাই তা বোঝে"। (সূরা আনকাবুত, আ: ৪৩)

তেলাওয়াত করে বলেন, সে ই (প্রকৃত) আলেম, যে আল্লাহর কালাম নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে, তাঁর ইবাদাত পালন করে এবং তাঁর অসন্তুষ্টির কাজ থেকে বিরত থাকে। (তাফসিরে মা'রিফুল কুরআন, বাংলা অনুবাদ, পৃ: ১০২৯)

অথচ আজকের আলমদেরকে ডিগ্রী দ্বারা বাছাই করা হচ্ছে। যারা বক্তা জগতে মার্কেট পাবার আসায় দিন রাত ছুটে চলে, যারা কুরআনের মাহফিলের নামে ব্যবসায় নেমে পড়ে। এমন কি তাদের মধ্যে এমনও বক্তা আছে যারা নিজেরা ভোগ বিলাসিতায় ডুবে থাকে। এসি গাড়ি, এসি বাড়ি, এমন কি এসি মাসজিদ তাদের নিত্য ব্যবহারের। কিন্তু অসহায় দরিদ্র মানুষের দিকে ঘুরে তাকানোরও সময় তাদের থাকে না। এটা কি আল্লাহর আয়াত নিয়ে চিন্তা গবেষণার চিহ্ন? এটা কি মহান আল্লাহ তা'য়ালার ইবাদাত পালনের চিহ্ন? এই কাজগুলো কি আল্লাহর অসন্তুষ্টি থেকে বিরত থাকার চিহ্ন? না কক্ষনোই না, বরং সম্পূর্ণই তার বিপরীত। এই সকল স্বার্থান্বেষী বড় বড় আলেমদের ব্যপারে হযরত ঈসা (আ:) এর প্রজ্ঞাপূর্ণ একটি বক্তব্য আমি উল্লেখ করছি।

হযরত হিশাম আদ-দাসতায়ী বর্ণনা করেন,
ঈসা (আ:) এর প্রজ্ঞাপূর্ণ বক্তব্যঃ- "তোমরা দুনিয়ার জন্য আসলে কাজ কর অথচ তোমরা তো দুনিয়াতে আমল ছাড়াই রিযিক পাবে। আর তোমরা আখিরাতের জন্য আমল কর না অথচ আমল ছাড়া আখিরাতে রিযিক পাবে না। তোমরা প্রতিদান গ্রহণ করো অথচ আমল নষ্ট করো। অচিরেই তোমরা দুনিয়া থেকে কবরের অন্ধকার ও সংকীর্ণতার দিকে যাত্রা করবে। তিনি ওলামায়ে "ছু" তথা মন্দ আলেমদের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদেরকে যেমন গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার আদেশ দিয়েছেন। অতএব, কিভাবে সে আহলে ইলম তথা আলেম হবে, যে তার দুনিয়াকে তার আখিরাতের তুলনায় প্রধান্য দেয়? সে তো মূলত দুনিয়ার প্রতি অত্যাধিক আসক্ত। সে কিভাবে আলেম (দাবী করে) যার গন্তব্য আখিরাত অথচ সে ফিরে আছে তার দুনিয়ার প্রতি? তার উপকারী জিনিসের চেয়ে ক্ষতিকর জিনিসের প্রতি খুব আসক্ত সে? সে কেমন আলেম, যে তার (নিম্ন) রিযিকে অসন্তুষ্ট এবং (নিম্ন) গৃহকে ঘৃণা করে? অথচ সে জানে যে, রিযিক ও বাসস্থান এটা আল্লাহর ইলম তথা ফায়সালা ও কুদরতের বিষয়। সে কিভাবে আলেম হবে যে কালাম তথা ইলম খোঁজে

শুধু বয়ান করার জন্য, আমল করার উদ্দেশ্যে নয়”। (আয-যুহদ তথা আল্লাহর রসূলগণ দুনিয়াকে যেভাবে দেখেছেন -ইমাম আহমাদ বীন হাম্বল (রহি:), পৃ: ১৭১-১৭২; ফায়জুল কাদীর ৫০৮/৪)

অতএব ডিগ্রী দেখে আলেম বাছাই করে তাদের পেছনে ছুটা থেকে বিরত থাকুন। সত্যের প্রচার শুধু ডিগ্রী দিয়েই হয় না। তার জন্য প্রয়োজন আল্লাহর অনুগ্রহ বা নুছরাহ। মহান আল্লাহ তা’য়ালা বলেন,

يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ

আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে হইতে যাহাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ করেন। (সূরা বাকারাহ, আ: ৯০)

অতঃপর, মহান আল্লাহ তা’য়ালা যেন আজকের এই আলোচনা থেকে আমাদের সকলকেই দ্বীন ইসলামের সঠিক বুঝ দান করেন। আমিন।

অতঃপর, মহান আল্লাহ তা’য়ালার নিকট প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদের সকলেরই পিছনের গুনাহ সমূহ ক্ষমা করে দেন এবং আমাদের সকলকেই যেন তিনি সত্যের ছায়াতলে সমবেত করেন। তিনি আমাদেরকে যেন সকল প্রকার গোমরাহী ও ভ্রষ্টতা থেকে মুক্ত রেখে তাঁর পাঠানো হিদায়াতের উপর অটুট থাকার তাকফিক দান করেন। এবং আমাদের সকলকেই যেন সত্য গ্রহণের মাধ্যমে তাঁর নিকট প্রত্যাবর্তনের তাওফিক দান করেন। নিঃসন্দেহে হিদায়াতের মালিক আল্লাহ। তিনি যাকে হিদায়াত দান করেন, কেউ তাকে পথভ্রষ্ট করতে পারে না। আর তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন, কেউ তাকে হিদায়াত দান করতে পারে না।

সুবহা-নাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা আশ হাদু আন, লা ইলা-হা ইল্লা- আংতা, আসতাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইকা।

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

হে আল্লাহ! আমি আপনার প্রশংসার সাথে আপনার পবিত্রতা র্বণনা করছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি ছাড়া উপাসনার যোগ্য কোন মা’বুদ নেই, আমি আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং আপনার নিকট তাওবা করছি। (আবু দাউদ, হা: ৪৮৫৮)

-সমাপ্ত-

আখীরুজ্জামান গবেষণা কেন্দ্র থেকে প্রকাশিত আরো বইসমূহঃ

- ▶ ইমাম মাহমুদের ঐক্যের ডাক -রাশিদুর রহমান সুমন
- ▶ গাজওয়াতুল হিন্দ এর সংক্ষিপ্ত আলোচনা -রাশিদুর রহমান সুমন
- ▶ আখীরুজ্জামান গবেষণা ও তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ -শায়খ নাজমুস সাকিব আল হিন্দী
- ▶ ইলহামী ভবিষ্যৎবাণী -কাসিদায়ে শাহ্ নিয়ামাতুল্লাহ ও আগামী কথন
- ▶ সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক আল্লাহ -হাবীবুল্লাহ মাহমুদ
- ▶ গাজওয়াতুল হিন্দ -কড়া নাড়ছে আপনার দুয়ারে
- ▶ কি হয়েছিল সেইদিন? -আবু উমার
- ▶ আপনার যাকাতে যাদের হক রয়েছে -হাবীবুল্লাহ মাহমুদ
- ▶ দ্বীনের স্বার্থে একত্রিত হও -মাওলানা সাইফুল ইসলাম
- ▶ মাসজিদে যিরার (লিখিত বক্তব্য) -হাবীবুল্লাহ মাহমুদ